মেহেরপুরের আমঝুপিতে গরু চুরির হিড়িক

কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে মেহেরপুরের বাড়ি বাড়ি গড়ে উঠেছে গরু মোটা তাজা করণ খামার।এই সুযোগে গরু চোরদেরও উৎপাত বেড়েছে।

শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের ষষ্টিতলাপাড়া এলাকার প্রবাসি জাকির হোসেনের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে ৩ টি গরু চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। পরে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কাজলা নদীর কাঁদায় শুয়ে পড়লে দুটি গরু ফেলে রেখে ১ টি গরু নিয়ে যায়। গরুটির আনুমানিক মুল্য দেড় লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে।

এর আগের দিন রাতেও একই পাড়ার রাহিদুল ইসলামের বাড়ি থেকেও ২ দুটি গরু চুরি করে নিয়ে যায়। পরে মাঠ থেকে ১ টি গরু উদ্ধার করা সম্ভব হলেও একটি গরু নিয়ে যায় চোরের দল। গরুটির মুল্য আনুমানিক ১ লক্ষা টাকা বলে জানান গৃহকর্তা রাহিদুল ইসলাম।

এব্যাপারে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গরু চুরির বিষয় খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।

সুদের বিনিময়ে নারীদের জিম্মি করায় আমঝুপির উত্তমের কাজ (সালিসের ভিডিওসহ)

সুদের টাকা দিতে না পারলে ব্ল্যাকমেল করে একাধিক নারীর সাথে শারিরীক সম্পর্ক করেন স্বর্ণকার উত্তম কুমার কর্মকার। বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ পেয়ে ইউপি চেয়ারম্যানের বিচারে সাজা “দেড় লাখ টাকা জরিমানা ও ১০ বার কান ধরে ওঠ বস”। এই বিচার ভুক্তভোগী পরিবার মানতে নারাজ।

তারা পুনরায় বিচারের দাবীতে বাজারের ব্যবসায়ীদের গণস্বাক্ষর

নিচ্ছেন। তবে বাজার কমিটির সভাপতির আশ্বাস সুষ্ঠ বিচার হবে। নারী ভক্ষণকারী উত্তম কুমাার র্কমকারের বিচারের দাবীতে এবার ফুঁসে উঠেছে বাজারের সব ব্যবসায়ী।

ঘটনাটি মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের। অভিযুক্ত উত্তম কুমার কর্মকার আমঝুপি বাজারের শ্রী শ্রী মাতৃ জুয়েলার্স ও বস্ত্র বিতানের মালিক।

এদিকে, আমঝুপি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে সালিশে উত্তম কুমার কর্মকারের কানধরে উঠবস করার ১৩ সেকেণ্ডের ভিডিও সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটি মেহেরপুর প্রতিদিনের হাতে এসেও পৌছেছে।

স্থানীয়রা জানান, এলাকার শীর্ষ সুদখোর আমঝুপি গ্রামের হালদারপাড়া এলাকার জামিনি কর্মকারের ছেলে উত্তম কুমার কর্মকার। এলাকার মানুষকে চড়া সুদে টাকা দিয়ে থাকেন এই সুদখোর। তার হাত থেকে শুধু হিন্দু নয় মুসলিম নারীরাও তার ব্ল্যাকমেলের স্বীকার হয়ে হারিয়েছেন সম্ভ্রম। অভিযোগ উঠেছে, লাখে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা সুদে টাকা দিয়ে থাকেন তিনি। সুদের টাকা ঠিকমত পরিশোধ করতে ব্যার্থ হলে সে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে কু প্রস্তাব দিয়ে থাকেন।

টাকা না দিতে পারলে শারিরীক সম্পর্ক করতে হবে তার সাথে। এমন প্রস্তাবে সাড়া দিলে সে ওই সাপ্তাহের সুদ মাফ কর দেন। পরে নির্জন স্থানে নিয়ে শারিরীক সম্পর্ক করে ভিডিও ধারণ করেন। শুরু হয় ব্ল্যাকমেল। তার সেই ভিডিও দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক তৈরী করে এই সুদ কারবারি।

এমনি এক অভিযোগ করেছেন সনাতন ধর্মী বলয় কুমারের স্ত্রী। তার দাবী সুদের উপর কিছু টাকা নেন এই সুদ কারবারীর কাছে। নিজের স্বামীর চুন ব্যবসার লাভ না হওয়ায় কয়েক সপ্তাহ টাকা দিতে ব্যার্থ হন এই নারী। পরে তাকে ফুঁসলিয়ে নির্জন স্থানে নিয়ে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে ছবি ও ভিডিও ধারণ করেন। পরে তার মেয়েকেও একই কৌশলে শারীরিক সম্পর্ক করে ভিডিও ধারণ করেন সুদ ব্যবসায়ী উত্তম কুমার কর্মকার। পরে শুরু করেন ব্ল্যাকমেল।

এক পর্যায়ে কিছু ছবি ও ভিডিও বলয় কুমারের জামাইয়ের কাছে পাঠায় উত্তম। বিষয়টি এক পর্যায়ে জানাজানি হয়ে পড়লে স্থানীয় আমঝুপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন আহমেদ চুন্নুর কাছে বিচার দেন ভূক্তভুগীরা।

এঘটনায় শনিবার রাতে আমঝুপি বাজারে এসে শালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শালিসে অভিযুক্ত উত্তম কুমার কর্মকার দোষী সাবস্থ্য হন। এতে উত্তম কুমার কর্মকারকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেন। একই সময়ে জন সম্মুখে তাকে কান ধরে ১০ বার ওঠবস করান। এসময় স্থানীয় মেম্বর আবুল কালাম, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানসহ শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বলয় কুমারের ভাতিজা প্রদীপ হালদার বলেন, আমি চেয়ারম্যানের ওই বিচার মানিনা। এই ধরনের ঘটনায় আমরা নিজেরাই বিচার করবো। উত্তম কুমার যে অন্যায় করেছে তার বিচার অন্যভাবে হতে হবে।

আমঝুপি বাজার কমিটির সভাপতি আজফারুল হক হিরো বলেন, উত্তম কুমার কর্মকার শুধু একটা মেয়ে নয়, এলাকার অনেক নারীই তার লালসার শিকার হয়েছে। এই সুদখোর চড়া সুদে টাকা দিয়ে এলাকার মানুষকে নি:স্ব করার পাশাপাশি তাদের ঘরের নারীদের ব্ল্যাকমেল করে সম্ভ্রম হানী করছে। তার বিরুদ্ধে আমঝুপির সকল ব্যবসায়ী ফুঁসে উঠেছেন।

এই বিষয়ে ভুক্তভোগী বলয় কুমার একটি লিখিত অভিযোগ দেবে বলেছেন। লিখিত অভিযোগে ওই পরিবারটি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের স্বাক্ষর নিচ্ছেন। আমি লিখিত অভিযোগ পেলে তার বিরুদ্ধে সকল ব্যবসায়ীরা শালিস বৈঠকে মিলিত হবো।

আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন আহমেদ চুন্নু বলেন, আমি প্রথমে ভূক্তভোগীদের আইন আদালতের আশ্রয় নিতে বলেছিলাম। তারা যায়নি, আমাকে বিচার করার জন্য বলেছিল। আমি কিছু ভিডিও দেখেছি। আমি বিচার করে দিয়েছি। আমার বিচারে বলয়ের ভাইয়ের ছেলে প্রদীপ হালদার মানছেনা। তারা বলছে আমরা নিজেরা উত্তম কুমারের বিচার করবো। আজ (গতকাল) রবিবার সন্ধ্যায় আমার কাছে এসে এসব কথা বলে গেছে। আমি তাদের বলেছি তাহলে তোমরা যাও যেভাবে পারো বিচার করা। তারা চলে গেছে।

তবে অভিযুক্ত উত্তম কুমার কর্মকারকে ফোন করলে তার স্ত্রী ফোন রিসিভ করে জানান, উত্তম ফোন রেখে গেছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, এধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে আইনের আশ্রয় নেওয়া উচিৎ। এটা শালিস অযোগ্য বিষয়।

আমঝুপিতে এতিম তিন সন্তানদের ঈদ সহায়তা করলেন মউক

সারা দেশে তাপ প্রদাহ অব্যাহত রয়েছে, গতকাল বুধবার মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের সাকো পাড়ার দিন মজুর আবুবক্কর মাঠে যাওয়ার পথে হিট স্টোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

আবু বক্করের মৃত্যুর পরে পরিবারে থাকা ৩ কন্যা সন্তান এতিম হয়ে পড়ে। স্ত্রী পারভিনা খাতুন অসুস্থ হয়ে বছর তিন আগে মারা যায়।

পরিবারের ৩ কন্যা সন্তান পিতা-মাতা মারা যাওয়ায় এতিম অবস্থায় চরম অসহায় অবস্থায় মানবেতর ভাবে বাড়িতে অবস্থান করছে। বাড়ীর বড় মেয়ে আয়শার বিয়ে হলে ও মেজো মেয়ে আমেনা আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী, ছোট মেয়ে মরিয়ম আমঝুপি আলীম মাদ্রাসার ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ে।

মানবধীকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম ও মানবতার চোখের পক্ষে থেকে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার দিকে অসহায় পরিবারের শিশুদের মাঝে ঈদের নতুন জামা কাপড় ও ঈদের খাদ্যে সামগ্রী তুলে দেন। এ সময়ে ইউপি সদস্য মকবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর আমঝুপিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সকাল দশটার দিকে আমঝুপিতে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এএলআরডি‘র সহযোগিতায়,মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ সভার আয়োজন করে। মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে মানববন্ধন শেষে মউক হলরুমে সমাজসেবক আব্দুর রকিবের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাবেক ইউপি সদস্য (মেম্বার) শহীদুল্লাহ, নারীনেত্রী টুলু খাতুন। সভায় এলাকার বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিগন সহ বিভিন্ন নারী জনসমবায় দলের সদস্যগন অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনসমবায় দলের উন্নয়ন কর্মী মোঃ শাহিনুর হোসেন।

আমঝুপি খোকসা হাট বায়তুল আরকান জামে মসজিদের নতুন ভবনের কাজ উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়নে এক নম্বর ওয়ার্ড খোকসা গ্রামের হাট বায়তুল আরকাম জামে মসজিদের নতুন ভবনের কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ৭ ঘটিকার সময় নতুন ভবন উদ্বোধনীয় করেন প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন খোকসা গ্রামের মেম্বার হাফিজুর রহমান হাফিজ।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক সোলেমান খাঁ, সাবেক ইমাম আব্দুর রশিদ, সমাজসেবক হানিফ শেখ, সমাজসেবক গোলাম রহমান, সমাজসেবক নাসির শেখ, শ্যামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাওলানা ইয়াসিন আলী, খোকসা কেন্দ্র জামে মসজিদের ইমাম খালেদ সাইফুল আপেল, খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন ইভান, খোকসা হাট বায়তুল আরকান জামে মসজিদের সভাপতি আব্দুল ওহাব, সহ সভাপতি ইউনুছ আলী, সেক্রেটারী আছিরুল ইসলাম,ক্যাশিয়ার কামিরুল ইসলাম, খোকসা হাট বায়তুল আরকান জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ রোকনুজ্জামান, রবিউল ইসলাম, বদো, আফাইদুল,

আনিসুর, সিজান প্রমূখ্য।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে র্যালি ও আলোচনা সভা

সারা বিশ্বব্যাপী ১০ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিবস উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে আমঝুপিতে মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে একটি র্যালি বের হয়।

র্যালিতে গ্রামীণ পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক নারীদের উত্তরাধিকার, খাসজমি বন্দোবস্ত আইন গ্রামীণ দারিদ্র মানুষ যাতে সুবিধা পায় সে বিষয়ে সরকার সহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। র্যালি শেষে মউক এর হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এএলআরডি’র সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ সভাপতি আব্দুর রকিব এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আশাদুজ্জামান সেলিম । আমঝুপি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের ১২টি নারী জনসমবায় দলের ৪১জন নারীনেত্রী/সদস্যসহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মউক এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ ওয়াজেদ আলী।

আমঝুপি সাঁকোপাড়ার সড়ক মেরামতের দাবী স্থানীয়দের

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি সাঁকোপাড়ার মসজিদ থেকে শশ্মান ঘাট পর্যন্ত মাটির সড়কের পাশে বালি উত্তোলন করায় সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় ওই স্থানে বসবাসকারীরা সড়কটি মেরামতের দাবি তুলেছেন।

এনিয়ে সাঁকোপাড়ার লালন, শামিম, বারি, রফিকুল ইসলাম, মাহাতাব হোসেন, মারফত আলী, হাফিজুল, শাহানসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি স্বাক্ষর দিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেছেন। আবেদনটি স্থানীয় আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু সুপারিশ করে স্বাক্ষর করেছেন।

লিখিত দাবীতে তারা জানান, আমঝুপির সাঁকোপাড়ার গ্রামবাসী দীর্ঘ ৬০ থেকে ৭০ বছর যাবৎ কাজলা নদীর পাশের আমঝুপি নীলকুঠি থেকে শশ্মান ঘাট পর্যন্ত সড়কটি স্থাণীয়রা ব্যবহার করেন। সড়কদিয়ে আবাদী ফসল, জনসাধারণের চলাচল ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মরদেহ দাহ করার জন্য শ^সান ঘাটে নিতে ওই সড়কটি ব্যবহার করেন। সড়কের পাশে পুকুরেরর নামে বালি উত্তোলন করার জন্য সড়কটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে জনসাধারণনের চলাচল, আবাদী ফসল ঘরে তোলা, ও হিন্দুদের মরদেহ দাহ করার কাজে ব্যঘাত ঘটছে।

অভিযোগকারীদের মধ্যে মাজেদুজ্জামান ডাবলু জানান, কয়েক বছর আগে স্থানীয় প্রভাবশালী সাহাদুল মোল্লা ও তার ভাই আসাদুল মোল্লা বালি সড়কের পাশে বালি উত্তোলন করায় সড়কটি ভেঙে নস্ট হয়ে যায়। ওই সময় তাদের বাঁধা দিলেও তারা স্থানীয়দের কথা না শোনে বালি উত্তোলন করেছিলেন।

আমঝুপিতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) হলরুমে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা সংস্থার কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো মাহফুজুল হোসেন। শিক্ষা ও বাজেটের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো আনোয়ার হোসেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউকএর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্যে রাখেন ইউপি সদস্য হাফিজুর রহমান, ইউপিএম শিরিন আকতার ইমাম ওজিউর রহমান প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পেশার ৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভা পরিচালনা করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকের ডিপিএম সাদ আহাম্মদ।

ডাক্তার লিটনের ভুল চিকিৎসার খেসারত দিচ্ছে রোগী

তিনি সার্জারী ডাক্তার নন। সার্জারী করার বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণও নেই তার। অথচ, সরকারি দায়ীত্ব ফাঁকি দিয়ে নিজের ক্লিনিকে প্রতিদিনই করছেন নানা ধরণের জটিল রোগের অপারেশন।

ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী নচিকেতার গাওয়া সেই বিখ্যাত ‘ও ডাক্তার’

গানের বাস্তবতা মিলেছে পেশাগত চরিত্রে, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের প্রেষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার মেহেদী হাসান লিটনের বিরুদ্ধে।

চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটন শুধুমাত্র একজন এমবিবিএস হলেও এনেসথেসিয়া চিকিৎসক বাদেই একাই মহিলাদের সিজারসহ জটিল রোগীদের অপারেশন করার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে।

তার নিজস্ব ক্লিনিক ‘আমঝুপি জাহানারা ল্যাব এন্ড নার্সিং হোমেই’ করে থাকেন জটিল রোগের অপারেশন কার্যক্রম। চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের অপচিকিৎসার স্বীকার তার নিজ গ্রামের হতদরিদ্র তারিক আজিজ লিটন। মেহেদী হাসানের অপচিকিৎসায় তারিক আজিজ লিটন প্রানে বেঁচে থাকলেও যুদ্ধ করছেন রোগের কাছে।

তারিক আজিজ জানান, সম্প্রতি আমার পেটে যন্ত্রণা উঠলে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হই। সেখানে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে আমার এ্যাপান্ড্রিক ধরা পড়ে। জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক আমাকে দ্রুত অপারেশন করার পরামর্শ দেন।

চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটন আমার গ্রামের ছেলে হওয়ায় আমি তার পরামর্শ নিই। সে আমাকে তার নিজ ক্লিনিক জাহানার ল্যাব এন্ড নার্সিং হোমে আসতে বলেন। আমি সেখানে গেলে বেশ কয়েকটি টেষ্ট করে। পরে রিপোর্ট দেখে অতিদ্রুত অপারেশন করার পরামর্শ দেন। আমি তার কথামত রাজি হই। তার সাথে অপারেশন বাবদ ১২ হাজার টাকা চুক্তি হয়। সেখানে বলা হয়েছে বাইরের ডাক্তার আসবে, এবং ওষধপত্র দেবে। তার নিজের ক্লিনিকে ৯ নভেম্বর আমার অপারেশ করা হয়। অপারেশন করার সময় মাত্র একজন নার্স নিয়ে চিকিৎসক মেহেদী হাসান একাই আমার অপারেশন করেন। দুই ঘন্টা যাবৎ আমার অপারেশন করেন মেহেদী হাসান। পরে আবার সেলাই দিয়ে বলে আমার পেটে আরো জটিল রোগ আছে। দুটো অপারেশন করতে হবে এমন কথা বলে বাড়ি ফিরিয়ে দেন চিকিৎসক মেহেদী হাসান। তার সাথে ১২ হাজার টাকার চুক্তির বিপরীতে কৌশলে সে প্রায় ২৫ হাজার টাকা লুটে নিয়েছে সে।

বাড়ি ফিরে এসে আমার পেটের যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। পরে ঢাকার ইসলামিক ব্যাংক হাসপাতালে গেলে কয়েকটি টেষ্ট করেন সেখানকার চিকিৎসকরা। সেখানে এ্যাপান্ডিক হয়েছে বলে জানিয়ে অপারেশন করার পরামর্শ দেন। পরে ২৯ অক্টোবর সেখানেই অপারেশন করি।

অপারেশন করতে গিয়ে সেখানকার চিকিৎসকরা জানান আমার পেটের মধ্যে

নাড়ি-ভুড়ি ওলট পালট করে রেখেছে। এজন্য আমার এতো কষ্ট হয়েছে। সেখানে অপারেশন করে বাড়ি ফিরেছি। এখন আমি প্রাণে বেঁচে থাকলেও ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছি। তবে, তার সুস্থ্য হতে গিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলেও জানান অসহায় তারিক আজিজ লিটন।

এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রতিদিনই মেহেদী হাসান লিটন তার ক্লিনিকে মহিলাদের সিজারিয়ানসহ সকল ধরনের জটিল রোগের অপারেশন করছেন। তার অপচিকিৎসায় এলাকায় অনেক এখন মৃত্যুর মুখে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মেহেদী হাসান লিটন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত। সপ্তাহের তিন দিন জেলা কারাগারের চিকিৎসক হিসেবে সরকারি দায়ীত্ব পালন করেন। বাকি তিনদিন রবিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে।

জেলা কারাগারের একটি দায়ীত্বশীল সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এর মত বাজে মেডিকেল অফিসার আমার জীবনেও দেখিনি। সে তার দায়ীত্ব ঠিকমত পালন করেন না। এই সপ্তাহে তার তিন দিন ডিউটি থাকলেও এসেছে ২ দিন। একদিন ফাঁকি দিয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার মকলেছুর রহমান বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) সকাল থেকে মেহেদী হাসান লিটন জেলা কারাগারে দায়ীত্ব পালন করছেন। রাতে জেনারেল হাসপাতালে তার ডিউটি আছে।

মেহেরপুর জেলা কারাগারে সে ডিউটি পালন করছে কিনা খোঁজ নিলে তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার কারাগারে ডিউটি পালন করেনি। পরে তার নিজ ক্লিনিক আমঝুপিতে জাহানারা ল্যাব এন্ড নার্সিং হোমে গেলে তাকে দেখা যায় চিকিৎসায় ব্যস্ত রয়েছেন।
একজন সাধারণ এমবিবিএস চিকিৎসক এনেসথেসিয়া বাদে কোনে অপারেশন করতে পারেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এনেসথেসিয়া কনসালটেন্ট মশিউর রহমান মোল্লা বলেন, সার্জারীর সময় অবশ্যই একজন এনেসথেসিয়া থাকতে হবে। এনেসথেসিয়া চিকিৎসক না থাকলে শতকরা ৮০ ভাগ রোগীর ঝুঁকি থাকে। অপারেশন করার সময় একজন রোগীর প্রেশার নীল হয়ে যেতে পারে। শ্বাসকষ্ট বাড়ে এবং হার্ট এ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগুলো ম্যানেজ করার জন্যই সার্বক্ষনিক এনেসথেসিয়া থাকতে হবে। এছাড়া সার্জন ছাড়া কোনো

রোগীর অপারেশন করা সম্ভব নয়।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, মেহেদী হাসান লিটন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের সরসরি চিকিৎসক নন। করোণাকালিন সময়ে বিভিন্ন হাসপতাল থেকে এনে আপাদকালিন সময়ে সংযুক্তি করা হয়েছিল। এদের নিয়ন্ত্রণ করেন সিভিল সার্জন সাহেব। ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন শুধুমাত্র জরুরী বিভাগে দায়ীত্ব পালন করে থাকেন। তিনি বলেন, কোনো সরকারি ডাক্তার নিজে ছুটিতে থাকলেও সরকারি অফিস চলাকালিন সময়ে কোনো ক্লিনিক বা অন্য কোনো খানে প্র্যাকটিস করতে পারবেনা। এটা বিএমডিসির নিয়ম।

এব্যাপারে অভিযুক্ত চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের সাথে মোবাইল একাধিকবার যোগাযোগ করার পর ফোন রিসিভ করলেও সাংবাদিক পরিচয় দিতেই কলটি কেটে দিয়ে ফোন বন্ধ রাখেন।

মেহেরপুর আমঝুপিতে জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

“বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন” প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর জাতীয় সমবায় দিবস ২০২২ইং উদযাপন উপলক্ষে আমঝুপি মউক হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এএলআরডি এর সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক সোমবার সকাল ১০ টার দিকে এ সভার আয়োজন করে।

মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নীলা হাফিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সমাজসেবা অফিসার মোঃ আনিছুর রহমান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের এ্যানিমেটর সাহিনুর রহমান সভায় সমবায় গঠন এর লক্ষ উদ্দেশ্য আদর্শ ফলাফল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর

সমবায়ের সুযোগ সুবিধাসহ সরকারী সেবা বিভাগের সাথে সেবা গ্রহিতাদের সেতুবন্ধ নিয়ে বিশাদ আলোচনা করা হয়।

এসময় এলাকার বিভিন্ন সমবায় দলের প্রতিনিধি গণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সাদ আহম্মেদ মানবাধিকার কর্মী।